প্রথম আলো

তারিখ ... 28 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন তিন বিভাগ

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তি

মুসা আহমেদ ●

ছয় মাস আগে নতুন তিনটি বিভাগ চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সে অনুযায়ী ভর্তি করা হয় ১২০ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু এখনো এই বিভাগগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। নেই কোনো শ্রেণিকক্ষও। ফলে বছরের শুরুতেই সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা।

এ অবস্থা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। নতুন এ তিনটি বিভাগ হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি ও ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। বর্তমানে এই বিভাগগুলোতে অন্য বিভাগের তিনজন শিক্ষক চেয়ারম্যান হিসেবে চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। এখন এ তিনটিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদে ৩৫টি বিভাগ রয়েছে।

নতুন এ তিনটি বিভাগ হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি ও ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলেন, ১৫ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ক্লাস চালু হয়। কিন্তু শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ওই তিনটি নতুন বিভাগে নিয়মমতো ক্লাস শুরু হয়নি। তবে কয়েক দিন ধরে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষে এই বিভাগগুলোর দুই-একটি করে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। তবে নতুন বিভাগের কোর্স সম্পর্কে এই শিক্ষকদের তেমন ধারণা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় ওই তিনটি বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত হয়। ওই সভায় মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক জাকারিয়া মিয়াকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে, একই বিভাগের অধ্যাপক লাইসা আহমেদ লিসাকে বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি এবং আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খ্রীষ্টিন রিচার্ডসনকে ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন তাঁরা তাঁদের আগের বিভাগের শিক্ষক দিয়ে নতুন বিভাগের ক্লাস নিচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, স্নাতক প্রথম সেমিস্টারে এই তিনটি বিভাগে পাঁচটি করে কোর্স রয়েছে। কিন্তু দিনে একটি বা দুটির বেশি কোর্সের ক্লাস হয় না।

জানতে চাইলে, উপাচার্য মীজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্যান্য বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে নতুন বিভাগের কোর্সগুলোর যথাসময়ে ক্লাস শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিকভাবে অন্যান্য বিভাগের শ্রেণিকক্ষে (ফাঁকা থাকা অবস্থায়) ক্লাস নিতে বলা হয়েছে। নতুন বিভাগগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে কয়েক দিন আগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ-প্রক্রিয়া শেষ করতে শিক্ষার্থীদের এক সেমিস্টার চলে যাবে। এই সময়ে যাতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষায় সমস্যা না হয়, তা দেখভাল করা হবে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরে ওই তিনটি বিভাগের কোনো শ্রেণিকক্ষ, সেমিনার ও শিক্ষকদের দপ্তর পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্য চত্বরে ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আড্ডারত অবস্থায় পাওয়া যায়। বেলা একটায় আইন বিভাগের একটি শ্রেণিকক্ষে তাঁদের ক্লাস হবে বলে জানালেন তাঁরা। কিন্তু কোন শিক্ষক কোন কোর্সের ক্লাস নেবেন, তা তাঁরা জানেন না। এই তিন বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাওয়া শিক্ষকেরা তাঁদের আগের বিভাগের দপ্তরে বসেই কাজ করছেন।

ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সুমন ও খাদিজা আক্তার বলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করছেন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ না থাকায় অধিকাংশ সময় গাছতলায় বসে আড্ডা দিতে হয়। এমন অবস্থায় তাঁদের অভিভাবকেরাও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একাধিক শিক্ষক বলেন, সাধারণত আগে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ দিয়েই শিক্ষার্থী ভর্তি করা কথা। অথচ এ ক্ষেত্রে তার উল্টোটা ঘটেছে। এ সমস্যা সমাধানে তেমন কোনো পদক্ষেপও নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির বিভাগের চেয়ারম্যান জাকারিয়া মিয়া বলেন, এই বিভাগের কোর্সে সম্পর্কে তাঁর আগের (মাইক্রোবায়োলজি) বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁদের মাধ্যমেই পাঠদান করানো হয়। বর্তমানে ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচতলাসহ অন্যান্য বিভাগের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো হয়। আর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের কোনো শ্রেণিকক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।